# নারীকণ্ঠ

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের মুখপত্র

জুন ২০০৯


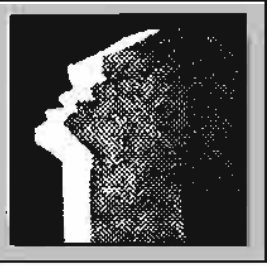

## সম্পাদকীয়

আমরা যখন আমাদের এই সংখ্যাটি তৈরি করছি তখন পশ্চিমবঙ্গ 'আইলা' নামক ঘূর্ণিঝড়ের বিধ্বংসী কান্ডের পর মাথা তুলে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে বাঁধ ভেঙে গ্রাম জলমগ্ন হওয়ার ফলে গৃহহীন হয়েছেন বহু মানুষ। তাদের মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধের সংখ্যা কম নয়। অনেকের প্রাণহানি হয়েছে, যারা বেঁচেছেন তাঁদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে বহুদিন সময় লাগবে। আমরা সাইক্লোন পীড়িত সমস্ত মানুষকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার ও সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনকে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানাচ্ছি। বিশেষতঃ খাদ্য, পানীয় জলও আশ্রয়ের পাশাপাশি ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সাময়িক পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করার জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে উদ্যোগ নেবার অনুরোধ করছি।

একই সঙ্গে আমাদের রাজ্যে যে লোকসভা নির্বাচন হয়ে গেল তার আগে এবং পরে সংগঠিত কিছু হিংসাত্মক ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করছি। দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক হিংসার এই ঘটনাগুলি মহিলাদেরও রেহাই দিচ্ছে না। এমনকি শিশুরাও গত কয়েকদিনে এই হিংসার বলি হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের সায়ন্তনী নামে যে শিশুকন্যাটির জীবন দুষ্কৃতীর গুলিতে শেষ হয়ে গেল তার মধ্যে যে সম্ভাবনা ছিল তাকে বিকশিত হতে আমরা আর কখনোই দেখব না। মহিলা বিধায়কের উপর ভয়ঙ্কর আক্রমণের ঘটনাও কিছুদিন আগে ঘটেছে এ রাজ্যে। উলুবেড়িয়ার শোলবাগা গ্রামে আগুন লাগিয়ে পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দেবার ঘটনায় যাঁরা নিরাশ্রয় হয়েছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে অনেক নারী ও শিশু। যে কোনও রাজনৈতিক দল যখন হিংসাকে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার হাতিয়ারে পরিণত করে এবং সাধারণ মানুষ বিশেষত মেয়েরা যখন তার শিকার হন মহিলা কমিশন তার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে চেষ্টা করে আক্রান্তের পাশে দাঁড়াতে। এ ধরনের ঘটনার অবসানে দাবি করে সুদৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা।

হিংসাত্মক ঘটনা নানারকমের হতে পারে। খুব সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের একটি বিদ্যালয়ে বিশেষ রঙের শাড়ি না পরে আসার জন্য পাঁচ-ছয়জন শিক্ষিকার উপর তাঁদেরই কিছু সহকর্মী, কিছু অভিভাবক এবং এক বহিরাগত জনতা যে চূড়ান্ত মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার নামিয়ে আনে তা মহিলা কমিশনের কাছে বিশেষ উদ্বেগের কারণ বলে মনে হয়েছে। মেয়েদের উপর কিছু নির্দিষ্ট পোষাকবিধি বা Dress Code চাপিয়ে দেবার চেষ্টার উদাহরণ আমাদের দেশে বা অন্য দেশেও নানাভাবে পাওয়া যায়। যিনি পোষাকবিধি মানতে অনিচ্ছুক রক্ষণশীল সমাজ তাঁকে নানাভাবে শাস্তি দেয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের একটি স্কুলের ভিতরে পোষাকবিধি মানতে আপত্তি করার জন্য কয়েকজন শিক্ষিকাকে যে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হতে হল তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী হবে বলে আমরা মনে করি। প্রশাসন ও সরকারের কাছ থেকে মহিলা কমিশন এর দ্রুত প্রতিকার দাবি করে।

এবারের লোকসভা নির্বাচনে এই প্রথম মহিলা সাংসদের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ ছাড়িয়েছে। লোকসভায় এই প্রথম একজন মহিলা অধ্যক্ষের আসনে বসেছেন। এগুলি সুখবর, কিন্তু একই সঙ্গে মহিলাদের জন্য শতকরা ৩৩ ভাগ সংরক্ষণের দাবি এখন আরো জোরদারভাবে তুলে ধরার সময় এসেছে। আমরা আশা করব রাষ্ট্রপতির ঘোষণা অনুযায়ী পঞ্চদশ লোকসভা আগামী ১০০ দিনের মধ্যে এই বিলটিকে আইনে পরিণত হতে দেখবে।

## দিল্লির একটি কর্মশালা

প্রধানত রাজ্য মহিলা কমিশনগুলি কীভাবে রাজ্যে gender budget চালু হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারে তাই নিয়ে দিল্লিতে Indian Institute of Public Administration ও কেন্দ্রীয় নারীশিশু উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে কমিশনের সভানেত্রী ২৮-২৯ মে ২০০৯ এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের রাজ্যে এ বিষয়ে মহিলা কমিশনের অংশ গ্রহণ এখনও না থাকলেও আমাদের রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো যে সুপারিশগুলি বাজেটের সঙ্গে সম্পর্কিত সেগুলি কর্মশালায় সভানেত্রী উপস্থাপনা করেন। যথা—(১) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির উন্নয়নে একটি সামগ্রিক নীতি ও কর্ম পরিকল্পনা, (২) PWDVA-র জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো, (৩) মেয়েদের Safe migration (নিরাপদ অভিবাসনের) একটি পরিকল্পনা, (৪) নারী-পাচার রোধে কর্ম পরিকল্পনা, (৫) PCPNDT আইন কার্যকরী করার জন্য birth audit ও জেলাভিত্তিক পরিকাঠামো।

কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, গুজরাট, হরিয়ানা, জম্মু-কাশ্মীর, আসাম, পন্ডিচেরি, তামিলনাড়ুর প্রতিনিধি বৃন্দ।

অধিকাংশ রাজ্যেই gender budgeting এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে, একমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া আর কোনো রাজ্যেই মহিলা কমিশনকে বাজেট প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। আগামী দিনে আমাদের রাজ্যে আমরা চাইব বিভিন্ন দপ্তরের Women Component Plan এবং বাজেট বরাদ্দের ওপর আরো বেশি লিঙ্গভিত্তিক তথ্য।


ড. মালিনী ভট্টাচার্য *সভানেত্রী*
বি-২/৩, ব্লক-২, ফেজ-১, কে.এম.ডি.এ. আবাসন
৩৯এ, পি.জি.এম. শাহ্ রোড, কলকাতা-৯৫
দূরভাষ : ২৪২২-৪৬৪৬

ড. রমা দাস *সহ-সভানেত্রী*
৯/২এ, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০ ০০৯, দূরভাষ : ২২৪১-৩১১৭

শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দি *সদস্য*
৪৮/১০, সুইস পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০৩৩
দূরভাষ : ২৪২৪-৫০৫৪

শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল *সদস্য*
গ্রাম : নং ৬, চরাবিদ্যা
পোঃ অঃ : চরাবিদ্যা, থানা : বাসন্তী
জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগণা
দূরভাষ : ৯৩৩১৯৭৫৩৬৩

শ্রীমতী সর্বাণী ভট্টাচার্য *সদস্য*
৫০/১, শরৎ ঘোষ গার্ডেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১, দূরভাষ : ২৪১৫-৫১১০

শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস *সদস্য*
গ্রাম ও পোঃ অঃ : সুবর্ণপুর
জেলা : নদিয়া-৭৪১ ২৪৯
দূরভাষ : ৯৫৩৪৭৩-২৩৩৫২৮

শ্রীমতী দেবযানী সেনগুপ্ত (দেব) *সদস্য*
মানিকতলা গভঃ হাউসিং এস্টেট,
ব্লক-ই, ফ্ল্যাট নং-৮, কলকাতা-৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ২৩৫৫-৪৩০৯/৬৬০০

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুর্মু *সদস্য*
গ্রাম : খিরিট্টা
পোঃ অঃ : পোরাই-চাঁচরা, থানা : তপন
জেলা : দক্ষিণ দিনাজপুর

ড. উমা বসু *সদস্য*
২৬সি, ড. বীরেশ গুহ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরভাষ : ২২৯০-৪৮৩৬

শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী *সদস্য*
৬/৮৮, শহিদনগর, কলকাতা-৭০০ ০৭৮
দূরভাষ : ৯৪৩৩৩-৪৮৮৭৫, ২৪১৫-৭৬২৯

শ্রী শৈলজানন্দ হালদার *সদস্য সচিব*


[ মহিলা কমিশনের প্রাক্-আইনি পরামর্শদান সেল সোমবার থেকে শনিবার ১১টা—৫টা খোলা থাকে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনো মহিলা লিখিত আকারে অভিযোগ ও অন্যান্য প্রমাণাদি সহ যোগাযোগ করতে পারেন। ]


**পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন**
১০, রেইনি পার্ক, কলকাতা-৭০০ ০১৯
ফোন : ২৪৮৬-৫৩২৪/৫৬০৯
ফ্যাক্স : ২৪৮৬-৫৬০৯
ই-মেল : wbcw@vsnl.net
ওয়েবসাইট : www.wbcw.org

# মহিলা কমিশনের নানা অনুষ্ঠান

## আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ৮ মার্চকে সামনে রেখে প্রতিবারের মতো এই বছরও ২০০৯-এর ৭ মার্চ রাজ্য মহিলা কমিশনের কার্যালয়ের প্রাঙ্গণে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' উপলক্ষ্যে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল।

*৭ মার্চ, ২০০৯ বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে কমিশনে সম্বর্দ্ধিত শবর, করুণা চিত্রকর, বিচারপতি রুমা পাল ও শবনম-আরা বেগম*

প্রতিবছরের মত এই বছরেও এই বিশেষ অনুষ্ঠনে চারজন কৃতী মহিলাকে সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে কমিশনের সভানেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য তাঁর স্বাগত ভাষণে কমিশনের কাজকর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। সম্মানিতদের মধ্যে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি রুমা পাল, আইন জগতের একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যিনি ১৯৬৮ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন এবং সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারপতির পদে থেকে তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন। শ্রীযুক্তা শবনম আরা বেগম প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি বিবাহ নিবন্ধীকার ও কাজী হিসাবে ২০০৩ সালে স্বীকৃতি পান। তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে সমগ্র মহিলা সমাজকে আরও সম্মানিত করেছেন। তাঁকেও সংবর্ধনা জানানো হয়।

সম্মানিত করা হয় পটুয়া করুণা চিত্রকরকে ঃ অবহেলিত সমাজের একজন কৃতী ও দক্ষ পটশিল্পী যিনি তাঁর শিল্পকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন তাঁর ছবি ও গানের মাধ্যমে।

সম্মানিত করা হয় দীপালি শবরকে, পিছিয়ে পরা শবর সম্প্রদায়ের প্রথম মহিলা যিনি বাঁকুড়ার হাড়মাসরা হাইস্কুলে শিক্ষিকার পদে যোগ দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে পেরেছেন। তিনি আমাদের সকলের গর্ব।

এই অনুষ্ঠানে বর্তমান সদস্যরা উপস্থিত প্রাক্তন সদস্যাদেরও বরণ করে নেন। বিচারপতি রুমা পাল 'নারীকণ্ঠে'র বার্ষিক ইংরাজি সংখ্যাটি প্রকাশ করেন ও তাঁর ভাষণে মেয়েদের স্বনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস অর্জনের জন্য পরামর্শ দেন।

শ্রীযুক্তা করুণা চিত্রকর তার সৃষ্ট একটি পট দেখিয়ে জোরালো কণ্ঠে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর একটি গান শোনান। শ্রীযুক্তা শবনম আরা বেগম মহিলাদের স্বনির্ভরতার পথে যে বাধা তার উল্লেখ করেন। শ্রীযুক্তা দীপালি শবর তাঁর প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টার কথা জানান। এরপর ছিল কিছু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন শ্রী প্রণয় দত্ত যিনি সুললিত কণ্ঠে প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করেন। এরপর মঞ্চে আবৃত্তি পরিবেশন করে সকলের মন জয় করেন অলকনন্দা রায়। সর্বশেষে সংগীত পরিবেশন করেন সুস্মিতা রায়চৌধুরী, রোহিণী রায়চৌধুরী ও দেবাশিস রায়চৌধুরী। নানা রবীন্দ্রসংগীতের মাধ্যমে নারীর অধিকারের কথাটি তাঁরা তুলে ধরেন।

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সদস্যা অধ্যাপিকা উমা বসু। অনুষ্ঠান শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সহসভানেত্রী ডাঃ রমা দাস।

## সপ্তম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত

গত ২৩ ও ২৪শে মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ও রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিমবঙ্গের অনুমতিক্রমে সপ্তম পারিবারিক মহিলা লোক আদালত সিটি সিভিল কোর্ট বিল্ডিং, দ্বিতীয় তল, ২ ও ৩ কিরণ শঙ্কর রোড, কলকাতা-১৩ অনুষ্ঠিত হয়।

এই পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে মোট ২৩টি কেস বিচারের জন্য রাখা হয় যার মধ্যে ১৪টি ছিল প্রাক্ আইনি সমস্যা সম্বন্ধিত এবং ৯টি ছিল বিভিন্ন কোর্ট থেকে পাঠানো বিচারাধীন কেস।

২৩.৩.২০০৯ ঃ এই দিনে বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী অরূপ কুমার দাস, জেলা জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রী স্বপন মুখার্জী, আইনজীবী, শ্রীমতী ভগবতী মণ্ডল, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

১৪টি প্রাক্ আইনি সমস্যাযুক্ত কেস এই দিন বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ৯টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ১টি ক্ষেত্রে সমস্যা মেটানো যায়নি এবং ৪টি ক্ষেত্রে আবেদনকারিণী অথবা অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় কোনো সমাধান সূত্রে পৌঁছানো যায়নি।

২৪.৩.২০০৯ ঃ এই দিন বেঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী কে. কে. কুণ্ডু, জেলা জজ্ (অবসরপ্রাপ্ত), শ্রী দিব্যেন্দু বিকাশ মিত্র, আইনজীবী, ড. উমা বসু, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও কমিশনের সদস্যা।

৯টি আইনি সমস্যা যুক্ত কেস এই দিন বিচারের জন্য রাখা হয়। এর মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়, ২টি ক্ষেত্রে কোনো সমাধান সূত্র পাওয়া যায়নি এবং ১টি ক্ষেত্রে অপরপক্ষ উপস্থিত না থাকায় সমস্যা মেটানো যায়নি।

*সপ্তম পারিবারিক মহিলা লোক আদালতে বাদী ও বিবাদী পক্ষ, মাননীয় বিচারক ও কমিশনের সমদস্যবৃন্দ*

—গোপা মজুমদার, *পরামর্শদাতা*

# মহিলা কমিশনের বিভিন্ন উদ্যোগ

## অসীমা খাতুন

গত ২২ ফেব্রুয়ারী রাজ্য মহিলা কমিশনের সভানেত্রী ডঃ মালিনী ভট্টাচার্য্য, সহ-সভানেত্রী ডঃ রমা দাস, সদস্যা শ্রীমতী ভারতী মুৎসুদ্দী ও শ্রীমতী শ্যামলী চক্রবর্তী বর্ধমান জেলায় দুবরাজ গ্রামে অসীমা খাতুন নামক একজন কিশোরীর আত্মহত্যা সংক্রান্ত বিষয়ে সরেজমিন তদন্তে যান। তারা মৃতার মা সায়রাবিবি, প্রতিবেশী শেখ বাবলু ও অঞ্চলের বহু বাসিন্দার সাথে কথা বলেন।

সায়রাবিবি ও শেখ বাবলু অসীমা খাতুনের আত্মহত্যার পটভূমিকাতে আলোকপাত করেন। জানা গেছে ১৩ বছরে হারিয়ে যাওয়া অসীমা তিন বছর পরে গ্রামে ফেরে এবং জানায় যে সে ওই সময়ে মুম্বাইতে একজন ডাক্তারের বাড়ীতে ছিল যাকে সে আঙ্কেল বলে। এই বাড়ী অসীমার রোজগারের টাকাতে হয়েছে। ফিরে আসার পরে স্থানীয় বাসিন্দা হারুণ ও সোফি অসীমার কাছে তোলা দাবি করে। অসীমা দিতে অস্বীকার করায় জনৈক সাংবাদিককে দিয়ে ভুল বুঝিয়ে অসীমার নাচের পোজে ছবি তোলানো হয় এবং একটি দৈনিক সংবাদপত্রে অসীমার ওই ছবি ছাপিয়ে তিন/চার দিন কুৎসামূলক খবর ছাপানো হয়। এই খবর পড়ে অসীমা মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে। সে ওই সাংবাদিককে খবরটি ছাপানো বন্ধ করতে বলে, কিন্তু তারপরেও সংবাদ প্রকাশিত হয়। অসীমা এর ফলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে গলায় দড়ি দেয়। তার মা সায়রা বিবি যাদের অত্যাচারে অসীমা আত্মহত্যা করেছে তাদের শাস্তি দাবি করেছেন। এই তদন্তে আরও জানা গেছে অর্থের অভাবে স্থানীয় মেয়েরা বেশির ভাগই স্কুলে যায় না, কিন্তু স্থানীয়ভাবে তারা সেলাই, এমব্রয়ডারি ইত্যাদি করে অর্থ রোজগার করে। মহিলা কমিশন বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত তদন্ত ও দোষীর শাস্তির প্রসঙ্গ কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন।

## লিপিকা মেমোরিয়াল গার্লস হাই স্কুলের দুই ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তের রিপোর্ট

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ বহরমপুর লিপিকা মেমোরিয়াল গার্লস্ হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণি ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী যথাক্রমে লক্ষ্মী দে ও সরস্বতী দে এবং তাদের মা প্রতিমা দেবীকে পরিবারের লোকদের দ্বারা পুড়িয়ে মারার খবরের ভিত্তিতে কমিশনের পক্ষ থেকে সদস্য শ্রীমতী শ্যামশ্রী দাস বহরমপুর থানায় গিয়ে IC শ্রী অরুণ কুমার দাস এবং D.S.P. হেডকোয়ারটার্স শ্রী শান্তকুমার মিত্রের সাথে কথা বলেন। তাঁরা জানান পুলিশ প্রাথমিকভাবে মনে করছেন যে তিনজনকে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্ত রিপোর্টও তাই বলছে। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বাবা তপন দে, ঠাকুমা পুষ্প দে, পিসী উমা দে ও বৈকুণ্ঠ নন্দী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কমিশন সদস্যা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের সঙ্গেও দেখা করেন। লিপিকা মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকারা স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে S.P., মুর্শিদাবাদের কাছে গিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি জানান। মহিলা কমিশন পুলিশকে দ্রুত তদন্তের কাজ শেষ করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং ঘটনার সাক্ষীরা যাতে ভয়ে পিছিয়ে না পড়েন, সেইজন্য তাদের সাথে সবসময় যোগাযোগ রক্ষা করে চলার কথাও পুলিশকে বলেছেন। S.P. ও D.S.P. (Headquarters) বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার দায়িত্ব নিয়েছেন।

## নির্যাতিতা মূক ও বধির মেয়ের প্রশিক্ষণ

পুলিশ ভ্যানে অত্যাচারিতা, পিতৃ পরিচয়হীন কন্যার জননী মূক ও বধির একটি মেয়ের প্রশিক্ষণের জন্য মহিলা কমিশন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। গত একমাস ধরে মূক ও বধির বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রী রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তাহে একদিন করে এসে মহিলা কমিশনে মেয়েটির শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন। ইতিমধ্যে মেয়েটি বেশকিছু পাঠ গ্রহণ করেছে। মেয়েটি অল্প কিছু শুনতেও পায়, যেটা আগে কখনও জানা জায়নি। মেয়েটি কোনোদিন কোনোরকম শিক্ষার সুযোগও পায়নি। আশা করা হচ্ছে এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেয়েটিকে স্বাবলম্বী করে তোলা যাবে। মেয়েটির শিশুকন্যা লোরেটো (শিয়ালদহ) স্কুলে থেকে সেখানে পড়াশুনা শিখছে।

## সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির হাইস্কুলে শিক্ষিকা নিগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ স্কুলশিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী শিক্ষিকারা কী পোষাক পরে আসবেন সেটা সঙ্গতভাবেই তাদের নিজেদের বিবেচনা, রুচির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও বোর্ড কোনও নির্দিষ্ট ইউনিফর্মকে বাধ্যতামূলক বলে বিজ্ঞপ্তি দেয়নি। স্কুল যদি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোনো ইউনিফর্ম চালু করে, সেটা তারা বাস্তব সুবিধা, অসুবিধা বিবেচনা করেই করবে এটা এই বিজ্ঞপ্তির সারমর্ম। সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির হাইস্কুলে পাঁচজন শিক্ষিকা স্কুলের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী সাদা শাড়ি ও সাদা ব্লাউজ পরতে আপত্তি জানালে স্কুল বোর্ড এবং বেলুড় মঠ থেকে জানানো হয় যে তাঁদের সাদা শাড়ি পরে আসতে হবে না। কিন্তু স্কুলের কিছু শিক্ষিকা ও অভিভাবক প্রচলিত ঐতিহ্যের নামে ছাত্রীদের একটি অংশকে প্ররোচিত করে ঐ শিক্ষিকাদের স্কুলে আসা জবরদস্তি বন্ধ করে দেন। মহিলা কমিশন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে এবং শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সরকারকে এবং কমিশনকে এই আশ্বাস দেন যে ঐ শিক্ষিকারা যাতে নিরাপদে, সসম্মানে কর্মক্ষেত্রে ফিরতে পারেন তাঁরা তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু শিক্ষিকারা ফিরে যাবার কয়েকদিন পরে ৪ঠা মে ১০০-১৫০ মানুষের এক ক্ষিপ্ত জনতা, যার মধ্যে কিছু শিক্ষিকা এবং কিছু অভিভাবক ছিলেন এবং কিছু ছাত্রীকেও যোগ দিতে প্ররোচিত করা হয়েছিল—ঐ শিক্ষিকাদের স্টাফ রুমে সারাদিন ঘেরাও করে রাখে, অশ্রাব্য গালিগালাজ করে এবং ইট, পাথর ও ভাঙা কাঁচ ছুঁড়ে তাঁদের শারীরিকভাবে ক্ষতি করার চেষ্টা করে। কমিশনের সভানেত্রী শিক্ষিকাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য আগাগোড়াই উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিতেই এইসব ঘটনা ঘটে। পুলিশ থাকলেও ছাত্রীরা এই উৎশৃঙ্খল জনতার সামনের দিকে থাকায় তারা নিষ্ক্রিয় ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অবশেষে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয় যে সাদা শাড়ি না পরলে শিক্ষিকারা স্কুলে ঢুকতে পারবেন না। মহিলা কমিশন এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। তাঁরা স্কুল শিক্ষাদপ্তর ও গৃহ দপ্তরের কাছে উপযুক্ত তদন্ত ও শাস্তিমূলক পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। মহিলা কমিশন এই নির্যাতিত শিক্ষিকাদের পাশে থাকতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

# কমিশনের প্রাক্ আইনি পরামর্শদান কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে সমাধা হওয়া কয়েকটি কেসের বিবরণী

**কেস নং-১** ঃ আবেদনকারিণী গত ১৯৮৭ সালে স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র একবছর তাঁরা একত্রে সংসার করেন। এরপর স্বামী অন্যত্র থাকতে শুরু করেন। আবেদনকারিণী বাধ্য হয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। স্বামী কোন ভরণপোষণ না দেওয়ায় আবেদনকারিণী কমিশনের দ্বারস্থ হন। আবেদনকারিণীর স্বামী একজন সরকারী কর্মচারী।

**কমিশনের পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত** ঃ কমিশন থেকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী আবেদনকারিণীকে মাসিক ১৫০০ টাকা করে ভরণপোষণ দিতে সম্মত হন। বর্তমানে আবেদনকারিণী কমিশনের মাধ্যমে নিয়মিত ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

**কেস নং-২** ঃ আবেদনকারিণী গত ২০০০ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের কিছুদিনের মধ্যে উভয়ের মধ্যে অশান্তির সূত্রপাত। আবেদনকারিণী কর্মরতা, স্বামী অর্থের জন্য প্রতিনিয়ত চাপ দিতে থাকেন। এরপর আবেদনকারিণী স্বামীর বাড়ী ছেড়ে এককভাবে নিজের জন্য বরাদ্দ সরকারি কোয়ার্টারে থাকতে শুরু করেন। আবেদনকারিণীর স্বামী কর্মক্ষেত্রে গিয়ে মাঝেমধ্যেই হেনস্থা শুরু করেন। আবেদনকারিণী সমস্যা সমাধানের আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন।

**কমিশনের পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত** ঃ কমিশন থেকে উভয়পক্ষকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হয়। উভয়কে অবশেষে সমস্যা মেটাতে রাজী করেন।

আবেদনকারিণী পুত্রের ভরণপোষণ দাবি করেন। তারপর আলোচনাতে পুত্রের ভরণপোষণ দিতে স্বামী রাজী হন। তবে পুত্রকে তিনি দেখার অধিকার চান বলে কমিশনকে জানান। কমিশনের আলোচনাতে পুত্রের জন্য মাসিক ১৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং প্রতি সপ্তাহে রবিবার পুত্রকে দেখার ব্যবস্থা করা হয়।

**কেস নং-৩ ঃ** আবেদনকারিণী গত ২০০৭ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত হতে থাকেন। অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে থাকলে আবেদনকারিণী বিষয়টি বাপের বাড়ীতে জানান। এরপর উভয়পক্ষের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টা করা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। আবেদনকারিণী এরপর বাপের বাড়িতে আশ্রয় নেন। আবেদনকারিণী স্বামীর সাথে সুষ্ঠুভাবে সংসার করার আশায় কমিশনের দ্বারস্থ হন।

**কমিশনের পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত ঃ** কমিশন থেকে উভয়পক্ষকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হয়। উভয়পক্ষ কমিশনের যৌথ আলোচনাতে একত্রে সংসার করতে সম্মত হন। বর্তমানে উভয়পক্ষ একত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত মেনে সংসার করছেন।

**কেস নং-৪ ঃ** ১৩ বছর আগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিবাহের পর থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে অত্যাচারিত হন। আবেদনকারিণীর স্বামী বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি ভাড়া নেন কিন্তু ভাড়া ঠিকমতো না দেওয়ায় আবেদনকারিণী বাড়িওয়ালাদের দ্বারা হেনস্থা হন। এছাড়া স্বামী ঠিকমতো ভরণপোষণ দেন না।

**কমিশনের পদক্ষেপ ও সুপারিশ ঃ** কমিশন থেকে উভয়পক্ষকে যৌথ আলোচনায় ডাকা হয়। আলোচনাতে আবেদনকারিণীর স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের জন্য মাসিক ৩০০০ টাকা দিতে সম্মত হন। বর্তমানে আবেদনকারিণী কমিশনকে জানান উনি স্বামীর কাছ থেকে নিয়মিত ভরণপোষণ পাচ্ছেন।

# মহিলা কমিশনের সমীক্ষা

## P.C.P.N.D.T. প্রকল্প সংক্রান্ত রিপোর্ট

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বিরোধী আইনটি এ রাজ্যে কতটা কার্যকরী হচ্ছে তা খতিয়ে দেখার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন একটি প্রকল্প চালাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সহায়তায়। গত মার্চ, ২০০৭-এ শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি দু'টি পর্বে বিভক্ত। ২০০৭ সালেই প্রকল্পটির প্রথম তথা পাইলট পর্বটি সমাধা হয়েছে। ওই পর্বের পর্যবেক্ষণ এবং তথ্য বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় পর্বটি শুরু করা হয়েছে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে, যদিও আদপে কাজ শুরু করা সম্ভব হয়েছে অক্টোবর, ২০০৮ থেকে। প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্বের কো-অর্ডিনেটর হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রফেসর মুকুল মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও, প্রজেক্ট সুপারভাইজার এবং ফিল্ড ইনভেস্টিগেটর সহ এই প্রকল্পটিতে ৬ জন মহিলা কাজ করছেন।

প্রকল্পটির এই পর্ব তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত—

(ক) স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রেরণ করা কলকাতার বিভিন্ন ক্লিনিক, হাসপাতাল, নার্সিংহোম ইত্যাদির F-Form-গুলির থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ ;

(খ) F-Form থেকে নির্বাচিত 'কেস'গুলি খতিয়ে দেখার জন্যে ফিল্ডওয়ার্ক ; এবং

(গ) ফিল্ড-স্টাডি থেকে সংগৃহীত তথ্যের বিশ্লেষণ যার ভিত্তিতে চূড়ান্ত রিপোর্টটি তৈরি করা হবে।

বর্তমানে প্রকল্পটির দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ (ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন) প্রায় ৭০% হয়ে গেছে। কয়েকমাস আগে মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে একটি অন্তবর্তীকালীন/ইন্টারিম রিপোর্টও জমা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য দপ্তরে। তথ্য বিশ্লেষণ এবং রিপোর্ট তৈরির কাজ আগামী তিন-চার মাসের মধ্যে শেষ করা যাবে বলে অনুমান করা যায়। এই প্রকল্পটির সাহায্যে কলকাতায় ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ করে কন্যাভ্রূণ হত্যা ঘটছে কী না, তা আর একটু পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে বলে রাজ্য মহিলা কমিশন আশাবাদী।

## PWDVA সংক্রান্ত রিপোর্ট

### মহিলা কমিশনের পরিচালনায় গার্হস্থ্য হিংসা নিরোধক আইন সংক্রান্ত প্রকল্প

পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন গত বছর গার্হস্থ্য হিংসা নিবারক আইন নিয়ে দক্ষিণবঙ্গ ভিত্তিক যে কর্মশালাটি করেছিল, তার একটি সুপারিশ ছিল যে কমিশন নিজস্ব উদ্যোগে আমাদের রাজ্যে এই আইনটি কতটা কার্যকরী হচ্ছে সে সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক তথ্য ভাণ্ডার বা database তৈরি করবে। এই সুপারিশ অনুযায়ী ইতিমধ্যে কমিশনের প্রাক্তন সদস্যা শ্রীমতী গৈরিকা ঘোষের সহায়তায় হাওড়া ও কলকাতার জন্য এ ধরনের একটি তথ্য ভাণ্ডার ইতিমধ্যে তৈরি করা শুরু হয়েছে। কিন্তু সব জেলায় নিজস্ব উদ্যোগে এ কাজ করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব নয়। এই কারণে কমিশন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গের ১০টি জেলায় এই কাজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবী বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র দুটির সঙ্গে যৌথভাবে করা হবে। এ বিষয়ে প্রাথমিক কথাবার্তা হয়ে গেছে এবং কাজটি জুনের মাঝামাঝি থেকে শুরু হবার কথা। এই কাজটি সম্পন্ন হলেই কেসগুলির প্রকৃতি, নিষ্পত্তি হতে কতটা সময় লাগছে, কোর্টের নির্দেশগুলি কী ধরনের হচ্ছে এবং সেগুলিকে কতটা কার্যকরী করা যাচ্ছে এই সমস্ত বিষয়ক তথ্য একই জায়গায় পাওয়া যাবে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলি নিয়েও আগামী দিনে একই ধরনের প্রকল্প করা যাবে বলে কমিশন আশা করে।

## মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে কিছু বইয়ের তালিকা

**The Phobic and the Erotic : The Politics of Sexualities in Contemporary India**, Brinda Bose and Subhobrata Bhattacharya, *Seagull, 2007.* । **Caste in History**, Ishita Banerjee, *Dube, ed, O.P.P., 2008.* । **The Untouchables : Subordination, Poverty and the State in Modern India**, Oliver Mendelsohn & Marika Vicziany, *C.U.P. 2000.* । **Islamic contestations : Essays on Muslims in India and Pakistan**, Barbara D. Metcalf. *O.U.P. 2004.* । **Women in Prison : An Insight into Captivity and Crime**, Suvarna Cherukuri, *Foundation, 2008.* । **Marketing Reproduction : Ideology and Population Policy in India,** Rachel Simonkumar, *Zubaan, 2006.* । **Women and Social Reform in Modern India : A Reader,** Sumit Sarkar & Tanika Sarkar, *2 Vols. Permanent Block. 2007.* । **Behind the Veil : Resistance, Women and the Everyday in Colonial South Asia,** Anindita Ghosh, *ed. Permanent Black, 2007.* । **Women as Weapons of War : Iraq, sex and the Media,** Kelly Oliver, *Seagull, 2008.* । **Playing with Fire : Feminist Thought and Activism through Seven Lives in India,** *Zubaan, 2006*

## মহিলা কমিশনের গ্রন্থাগারে বিক্রয়ের জন্য মহিলা কমিশনের বিভিন্ন প্রকাশনার তালিকা

**মেয়েদের চোখে আইন ও আইনের চোখে মেয়েরা,** *সম্পাদক,* যশোধরা বাগচী ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ৩০। **ধর্ষণ ও আইন,** মালিনী ভট্টাচার্য ও স্মিতা খাটোর, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-১ ঃ পণ দেব না পণ নেব না (পণপ্রথা নিরোধক আইন),** ভারতী মুৎসুদ্দি, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২০। **আইনি অধিকার জানুন-২ ঃ ছেলে কি মেয়ে ? (ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়বিরোধী আইন),** মালিনী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ২৫। **শিশুকন্যা ঃ এই সময়ে এই মুহূর্তে সমস্যা ও সহায়,** গৈরিকা ঘোষ, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৫০। **পশ্চিমবঙ্গে নারী ও শিশু পাচার ঃ একটি সমীক্ষাভিত্তিক পর্যালোচনা,** সর্বাণী ভট্টাচার্য, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও অবভাস,* মূল্য ৪০। **জাগো নারী গ্রাম জাগাও,** *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন*। **পথে বিপদে ঃ মেয়েদের নিরাপত্তা,** ভাস্বতী চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশন ও এবং আলাপ,* মূল্য ৬০। **West Bengal Commission for Women : 2001-07,** Sharmistha Dutta gupta, *ed., West Bengal Commission for Women,* Rs. 50/- । **In Radha's Name : Widows and Other Women in Brindaban,** Malini Bhattacharya, *Tulika Books +West Bengal Commission for Women,* Rs. 200/-

*পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মহিলা কমিশনের পক্ষে মালিনী ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও স্পেকট্রাম অফসেট ৫, কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৩৭ থেকে মুদ্রিত।*